বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

সেমিষ্টার -৫

C.C-12

Sanskrit Grammar

Section 'A' Laghusiddhāntakaumudī : Saṃjñā prakaraṇa
Section 'B' Laghusiddhāntakaumudī : Sandhi prakaraṇa
Section 'C' Laghusiddhāntakaumudī : Vibhakti prakaraṇa

DSE-1

Art of Balanced Living

Section 'A'	Self-presentation
Section 'B'	Concentration
Section 'C'	Refinement of Behaviour

डॉ. गणेषतोषः

डॉ. पञ्चाननपण्डाः

सुमननस्करः

वि.एन.पाव्लिकेशन

३ श्यामाचरण दे स्ट्रीट

कलिकाता—७३

।। सूचीपत्र ।।

Section 'A'

श्रवणः	৭
मनन	১৩
निदिध्यासन	১৪
Bṛhadraṇyakopaniṣad, 2.4.5	22
रचनाधर्मी प्रश्नोत्तर	২৭
लघूत्तरीयाः प्रश्नाः	২৯

Section 'B'

Concentration	৩৬
लघूत्तरीयाः प्रश्नाः	৮০
अतिलघूत्तरीयाः प्रश्नाः	৮৮
रचना धर्मी प्रश्नोत्तर	৯৭

Section 'C'

Refinement of Behavior	১০৮
रचनाधर्मी प्रश्नोत्तर	১৪৯
लघूत्तरीयाः प्रश्नाः	১৬১
अतिलघूत्तरीयाः प्रश्नाः	১৬৭

DS E-1
Art of Balanced Living

Section 'A'

Self-presentation

Method of Self-presentation : Hearing (*Śravaṇa*), Reflection (*manana*) & meditation (*nididhyāsana*) – (Bṛhadraṇyakopaniṣad, 2.4.5)

শ্রবণঃ

"তত্ত্বমসি" বাক্য থেকে আত্মকাম ব্যক্তির "অহং ব্রহ্মাস্মি"-এইরকম অনুভব হয়। কিন্তু এই "তত্ত্বমসি" বাক্যের শ্রবণমাত্র এতাদৃশ অপরোক্ষপ্রতীতি হয় না। বার বার শ্রবণ মনন, নিদিধ্যাসন ও সমাধির অনুষ্ঠান করলে তবেই আত্মজিজ্ঞাসুর আত্মসাক্ষাৎকার সম্ভব হয়।

গ্রন্থাকার সদানন্দ যোগীন্দ্র তাঁর 'বেদান্তসার' গ্রন্থে এইরূপ বর্ণনা করেছেন—"এবং স্বস্বরূপচৈতন্যসাক্ষাৎকারপর্যন্তং শ্রবণমননিদিধ্যাসনসমাধ্যনুষ্ঠানম্ অপেক্ষিতত্বাৎ তে অপি প্রদর্শ্যন্তে।" অর্থাৎ নিজের স্বরূপভূত চৈতন্যের সাক্ষাৎকার পর্যন্ত শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন সমাধির অনুষ্ঠান অপেক্ষিত হয় বলে সেগুলিও প্রদর্শিত হয়েছে।

গ্রন্থাগার সুবোধিনী টীকায় বলেছেন—"এবম্ভূতস্যোক্তশ্রুতিযুক্ত্যনুভবৈঃ নিরস্তসমস্তোপাধিপ্রত্যগভিন্ন পরমানন্দচ্দ্রিূপস্য সাক্ষাৎকারপর্যন্তং শ্রবণাদীন্যনুষ্ঠেয়দীতি প্রতিজানীতে।"

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্য মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ, তমেব বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্বীত"—ইত্যাদি শ্রুতি থেকে জানা যায়—শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন এবং সমাধি—এই চতুর্বিধ সাধনের যথাযথ অনুষ্ঠান করলে তবে আত্ম জিজ্ঞাসু ব্যক্তি আমাকে দর্শন করতে পারে।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, শ্রবণাদির সুকৃৎ অনুষ্ঠান করলেই কি আত্মসাক্ষাৎকার

সম্ভব? যেমন একবার "বিশ্বজিৎ" যজ্ঞ করলেই কি স্বর্গলাভ ঘটে? অথবা—তুষ বিমোক্ষণের ক্ষেত্রে যেমন বার বার—"যাবৎ তুষ বিচ্ছিন্ন ন ভবতি তাবৎ'—এই রূপ যাবৎ আত্মসাক্ষাৎকার না ঘটে তাবৎ শ্রবণাদির অনুষ্ঠান করতে হয়? এর উত্তরে গ্রন্থাগার বললেন—'সাক্ষাৎকারপর্যন্তম্'। অর্থাৎ যতক্ষণ না আত্মসাক্ষাৎকার হয় ততক্ষণ পর্যন্ত অনুষ্ঠান কর্তব্য।

"আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ"—এইরূপ ব্রহ্মসূত্রের বাক্যেও ভগবান বাদরায়ণ শ্রবণাদির বার বার অনুষ্ঠান বা অভ্যাসের কথা বলেছেন। ভাষ্যকার শঙ্কর ও বলেছেন—"দর্শন পর্যবসানানি হি শ্রবণাদীনি আবর্ত্ত্যমানানি দৃষ্টার্থানি ভবন্তি, যথাবঘাতাদীনিতুণ্ডলাদিনিষ্পত্তিপর্যবসানানি, তদ্বৎ।"

অপরপক্ষে প্রশ্ন আসে শ্রবণনাদির অসকৃৎ অনুষ্ঠানের উপযোগিতা কি? এর উত্তরে বলা হয়েছে—শব্দই অপরোক্ষ প্রতীতির জনক। এই শব্দ যদি তৎপ্রতীতি জননে সমর্থ না হয় তবে সময়ান্তনেও সেই বিষয়ে সমর্থ হবে না। ফলস্বরূপ সুকৃৎ অনুষ্ঠান করলে অথবা বার বার অনুষ্ঠান করলেও একই ফল হবে। এইরূপ আশঙ্কা করে ভাষ্যকার নিজেই সমাধানের জন্য বলেছেন যে, ত্বং ও তৎ পদার্থ যার কাছে অজ্ঞান, সংশয়ও বিপর্যয় দ্বারা আবৃত্ত তার পক্ষে একবার 'তত্ত্বমসি' বাক্য শ্রবণ করে আত্মাকে জানা সম্ভব নয়। বস্তুতঃ জ্ঞান যে অজ্ঞানের নিবর্তক হয়, এটি প্রত্যক্ষসিদ্ধ। আবার একবার শুনলেই বা দেখলেই যে সকল বিষয় নিঃসন্ধিগ্ধ হওয়া সম্ভব নয়, তা ও অনুভবসিদ্ধ। শ্বেতকেতুকে ব্রহ্মোপদেশ শোনানোর পরও তিনি আবার পিতাকে ব্রহ্মোপদেশ করতে অনুরোধ করেছিলেন—'ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়তু।' অতএব অনুভবের অনুরোধে এটাই স্বীকার করতে হবে যে, আমাদের জ্ঞানের করণগুলি সকৃৎ প্রবৃত্ত হলেই সবসময় অসন্দিগ্ধ জ্ঞান হয় না। অধিকারী ভেদে ও বিষয়ভেদে অভ্যাসের প্রয়োজন আছে।

আবার বলা হয়েছে যে, শ্রবণাদি হল আত্মসাক্ষাৎকারের হেতু। আগে শ্রবণ, এরপর শ্রুতার্থের মনন, এরপর মনন বিষয়ে ধ্যান, এরপর সমাধি এবং এরপর পরই আত্মাসাক্ষাৎকার ঘটে। এই বিষয়ে একটি প্রসিদ্ধ উক্তি প্রচলিত আছে—

"শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাক্যেভ্যো মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ।
মত্বা চ সততং ধ্যেয় এতে দর্শনহেতবঃ।।"

অতএব শ্রবণাদির স্বরূপ বিষয়ে প্রশ্ন স্বাভাবিক। গ্রন্থকার তাই তত্ত্বস্বরূপ ও তাদের স্বরূপ নিরূপণে প্রবৃত্ত হয়ে বললেন—

"শ্রবণং নাম ষড়্বিধলিঙ্গৈঃ অশেষবেদান্তানাম্ অদ্বিতীয় বস্তুনি তাৎপর্যাবধারণম্।" লিঙ্গানিতু উপক্রমোপসংহারাভ্যাসাপূর্ব্বতাফলার্থবাদোপপত্ত্যাখ্যানি।"

অর্থাৎ শ্রবণ হল ষড়্বিধলিঙ্গের দ্বারা অদ্বিতীয় ব্রহ্মে অখিল বেদান্তের তাৎপর্য অবধারণ করা। আর ষড়বিধলিঙ্গাগুলি হল—উপক্রম বা উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্বতা, ফল,